গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪

আগস্ট, ২০২৪

নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০২৪

পটভূমিঃ নৌপরিবহন অধিদপ্তর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। সংস্থাটি মেরিটাইম প্রশাসন হিসাবে অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তা ও পরিবেশ দূষণরোধে কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়াও জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। Inland Shipping Ordinance (ISO) 1976, Merchant Shipping Ordiance (MSO) 1983, বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ ও বাংলদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ এবং এর আওতায় প্রনীত বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক আওতাধীন নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ রয়েছে:

(১) নৌ বাণিজ্য অফিস, চট্টগ্রাম,
(২) সরকারী শিপিং অফিস, চট্টগ্রাম,
(৩) প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল ও খুলনা
(৪) ইন্সপেক্টরেট অব ইনল্যান্ড শিপস, প্রধান কার্যালয়/সদরঘাট, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/পটুয়াখালী/বরিশাল/ খুলনা/চট্রগ্রাম/চামড়াবন্দর/মোংলা।
(৫) আঞ্চলিক নৌযান সার্ভে এন্ড রেজিস্ট্রেশন/পরিদর্শন অফিস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/চাঁদপুর/ভৈরব/ভোলা/রাঙ্গামাটি।

ভিশনঃ নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ নৌ-চলাচল ব্যবস্থা।

মিশনঃ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নৌ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষ, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব নৌ চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান কার্যাবলী (Functions):

- সমুদ্রগামী ফিশিং, কোস্টাল এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ রেজিষ্ট্রেশন ও সার্ভে করণ এবং নতুন জাহাজ নির্মানের নকশা অনুমোদন;
- সমুদ্রগামী ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মেরিটাইম প্রশিক্ষন মনিটরিং, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদান;
- নৌপথের নিরাপত্তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং মেরিন কোর্ট নৌ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও বিচার কার্য পরিচালনায় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজসমূহের উপযুক্ততা নির্ধারণে পোর্ট স্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শনকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বাংলাদেশ সমুদ্র বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন অনুমতি প্রদান;
- নৌযানসমূহকে দিকনির্দেশনা সুবিধা প্রদানের জন্য উপকূলে বাতিঘর পরিচালনা;
- The International Ship and Port Facility Security (ISPS)কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

- বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
- মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনা;
- বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়ন এবং দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন অনুসমর্থনের কার্যক্রম;
- অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করা;
- বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;
- বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ এবং বেতন ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদর স্বার্থরক্ষা করা;
- IMO এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে IMO Convention Implementation-এ কার্যক্রম পরিচালনা করণ:
- রপ্তানী পণ্য ওজন সংক্রান্ত Verified Gross Massএর অনুমতি প্রদান।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোঃ

অনুমোদিত জনবল:

নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও ইহার অধীনস্ত অফিসসমূহসহ সর্বমোট অনুমোদিত/মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৩৮১ জন। উহার শ্রেনী বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

শ্রেনী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
জনবল	৭৭	৬৭	১৫৮	৭৯	৩৮১

অফিস ভিত্তিক ও নবসৃষ্ট জনবলের শ্রেনী বিন্যাস নিম্নরূপ:

শ্রেনী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরিদর্শনালয়	২০	১৬	৭৩	৩৭	১৪৬
নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	৬	১	২৩	১৭	৪৭
সরকারী সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগাম	২	২	২১	৭	৩২
অস্থায়ী ভিত্তিতে নবসৃষ্ট জনবল	৪৯	৪৮	৪১	১৮	১৫৬

সাংগঠনিক কাঠামো:

অর্গানোগ্রাম (প্রস্তাবিত)

৩৮১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর

ক্রম নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	বিদ্যমান জনবল	নতুন জনবল	সর্বমোট জনবল
১	১ম শ্রেণী	২৮	৪৯	৭৭
২	২য় শ্রেণী	১৯	৪৮	৬৭
	মোট কর্মকর্তা =	৪৭	৯৭	১৪৪
৩	৩য় শ্রেণী	১১৬	৪১	১৫৭
৪	৪র্থ শ্রেণী	৬২	১৮	৮০
	মোট কর্মচারী =	১৭৮	৫৯	২৩৭
	সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারী =	২২৫	১৫৬	৩৮১

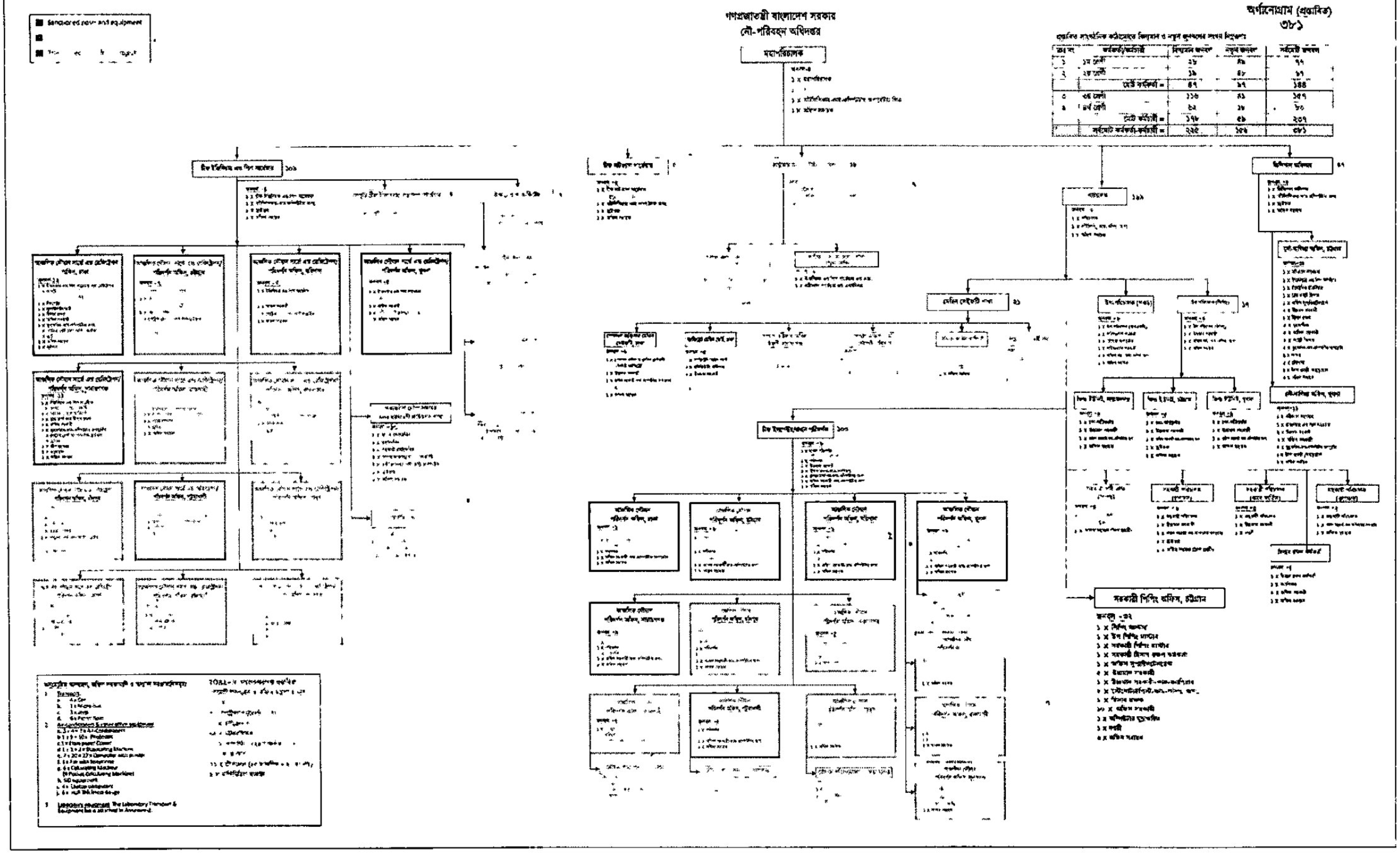

১৯৭৬ সনে নৌপরিবহন অধিদপ্তর সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক পুন:বিন্যাস সংক্রান্ত এনাম কমিটির রিপোর্টের পর অধিদপ্তরের জনবল তেমন বৃদ্ধি করা হয়নি, যদিও এই সময়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীমাতৃক ও সমুদ্র উপকূলবর্তী বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই সেক্টর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্বক নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্টিকৃত উক্ত জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হলে তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ফলে অভ্যন্তরীণ নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। ফলে জনসাধারণের জানমাল রক্ষাসহ আইনের আওতাবহির্ভূত নৌযানসমূহকে আইনের আওতায় আনয়নের ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারিগরী জনবল বৃদ্ধির ফলে প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জাহাজে বাংলাদেশী মেরিন অফিসার ও নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নবসৃষ্ট পদ হতে ইতোমধ্যে ২০জন ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৯টি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ কর্মরত আছেন। নবসৃষ্ট পদের যে সমস্ত পদের নিয়োগবিধি নেই, উক্ত পদসমূহের জন্য এবং অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি হালনাগাদ করে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদিত হলে নতুন পদসমূহে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

"Establishment of GMDSS and Integrated Maritime Navigation System (EGIMNS)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পঃ ডিজিটাল তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ইজিআইএমএনএস প্রকল্প অন্যতম। এই প্রকল্পের আওতায় জিএমডিএসএস ও আইএমএনএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভেসেল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, নৌ চলাচল সহায়তা (Aid to Navigation), জাহাজের তথ্য আদান প্রদান, জাহাজের নিরাপত্তা সতর্কীকরণ পদ্ধতি উন্নয়ন, সমুদ্র উপকূলীয় লাইট হাউজসমূহ দ্বারা দিক নির্দেশনা দূরবর্তী জাহাজ চিহ্নিতকরণ ও চলাচল পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। অন্যান্য দেশে জিএমডিএসএস ব্যবস্থা থাকলেও জাতীয় স্বার্থে অবাধ ও নিরাপদ নৌ চলাচলের জন্য গত ১১/০৩/২০১৪ তারিখে "একনেক" কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম (IMNS) সহ এই সর্বাধুনিক জিএমডিএসএস সিস্টেম (IMNS) উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের দেশে স্থাপিত হচ্ছে।

EGIMNS প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ আগারগাঁও-এ নির্মাণাধীন প্রস্তাবিত কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার

সড়ক, রেল, আকাশ পথের তুলনায় নৌপরিবহন এর ব্যাপকতা অনেক বেশী এবং নদীমার্তৃক ও সমুদ্র উপকুলবর্তী বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত । নদী পথে প্রতি বছর প্রায় ২৫ শতাংশ যাত্রী বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করে থাকে। EGIMNS প্রকল্পের আওতায় সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় সার্বক্ষণিক নৌ চলাচল নির্বিঘ্ন করতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে; নৌ-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করার এই উদ্যোগে চারটি নতুন এবং তিনটি পুরাতন বাতিঘরকে আধুনিকায়নসহ ঢাকায় একটি কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে; । দেশি ও বিদেশি জাহাজের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং প্রযুক্তিনির্ভর এ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যে কোন নৌ দুর্ঘটনার অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়ক হবে এবং দুর্যোগের সময় দুর্ঘটনা এড়ানো ছাড়াও প্রধান দুই সমুদ্র বন্দর সহ অন্যান্য সমুদ্র বন্দর এবং নৌ বন্দর সমূহের নিরাপত্তাও এতে সুসংহত হবে। এতে সমুদ্রে ও উপকূলীয় এলাকায় জাহাজ ও অন্যান্য নৌযানের সঙ্গে তীরবর্তী CRS (Coastal Radio Station) এর মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এতে সমুদ্রসীমায় অবৈধ জাহাজ প্রবেশের তথ্য জানার পাশাপাশি কমবে সমুদ্র এলাকায় সংঘটিত নানা আকারের নৌ দুর্ঘটনার সংখ্যাও। দেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বছরজুড়ে হাজারো জাহাজ, লঞ্চ, ট্রলার ও বোট বাণিজ্যিক চলাচল এবং মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত নৌযানসমূহের সাথে যোগাযোগহীনতা দূর করতে 'জিএমডিএসএস (গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস সেফটি সিস্টেম) এবং ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম' নামের নতুন এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এটি অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্প হওয়ায় কোরিয়ান পরামর্শকের সহায়তায় সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংকের সহায়তায় উক্ত প্রকল্পের জন্য সর্বমোট ৮১,৮৭৫.১১ লক্ষ টাকা (ডিপিএ খাতে ২৮,৯০১.৮১ লক্ষ টাকা এবং জিওবি খাতে ৫২,৯৭৩.৭৩ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে তা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ এবং সর্বশেষে ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

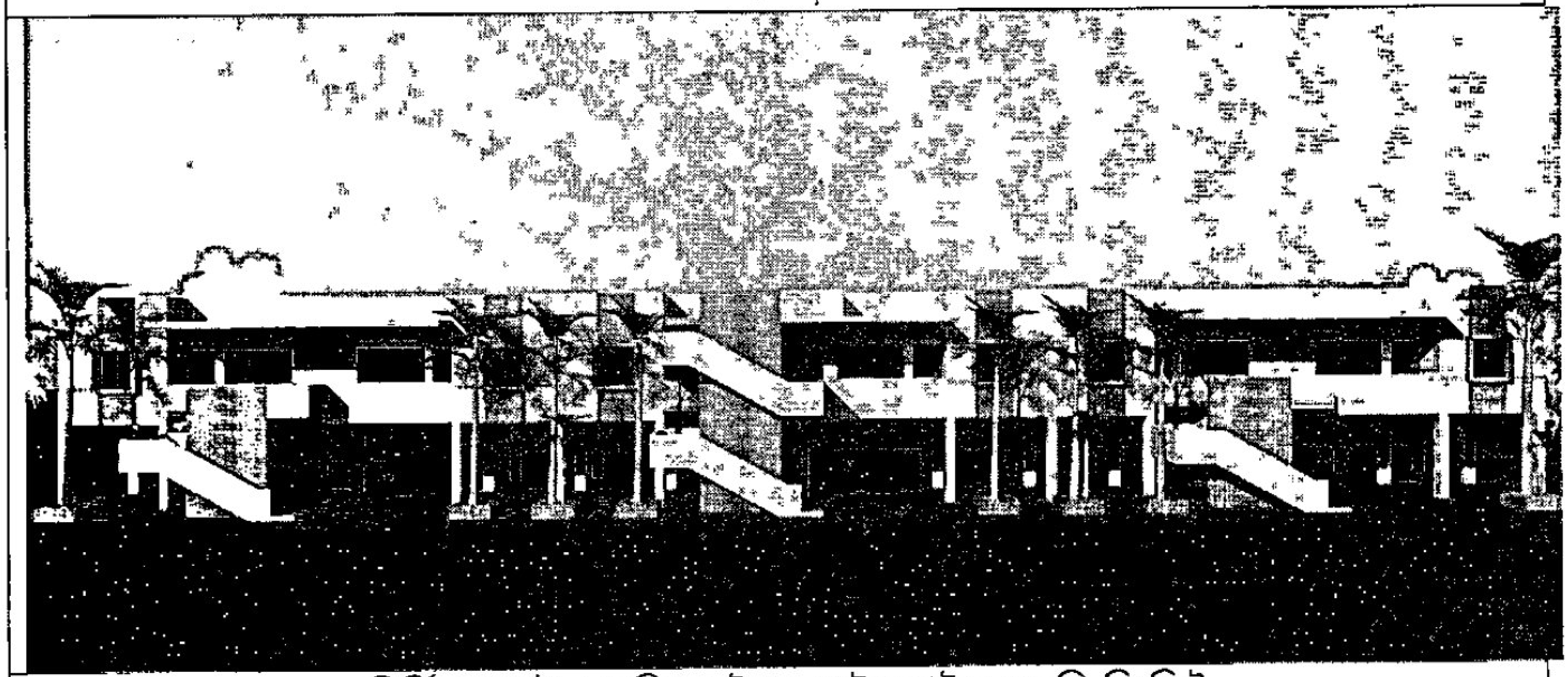

নির্মিত কোস্টাল রেডিও স্টেশনের স্টাফহাউজ এর থ্রি-ডি ভিউ

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত): (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়
০১।	২০১৯-২০২০	২৩,৩৯,৮০	১৫,৬৫,৭৫	৪১,৮১,৪১	৩৮,১১,৭৪
০২।	২০২০-২০২১	২১,১১,৯৯	১৫,০১,৩৫	৪১,৩৩,২৭	৩৯,৬২,৪১
০৩।	২০২১-২০২২	২৫,৯৫,৮৭	১৯,৬০,৪৭	৪৭,৭৫,৪৩	৪৯,৯৪,১৩
০৪।	২০২২-২০২৩	২৩,৪৭,৩৬	১৮,৮৩,৪৬	৪২,৩৬,০০	৬৫,৮২,৭৪
০৫।	২০২৩-২০২৪	৩১,৯৪,২১	২১,৫২,৩৯	৪৫,৮৪,৩৬	৬৪,৪৮,৯৪

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম প্রকল্পঃ "মাস্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষিত জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে"। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম দেশের সকল বিভাগে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৩ সাল হতে ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলায় ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর চালু করা হয়েছে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের উপরোক্ত উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রামে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট চালু করার কার্যক্রম নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হলে কুড়িগ্রামে ১টি পৃথক ন্যাশনাল মেরটাইম ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

"নৌযানের ডাটাবেস তৈরী ও নৌযান ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ বাংলাদেশের নৌ-নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরীর মাধ্যমে আইনী কাঠামোর অধীনে ডিজাইন অনুমোদন, নির্মাণ তত্ত্বাবধান, জাহাজের জরিপ এবং পরিদর্শন/তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য একটি ব্যাপক, কার্যকর এবং টেকসই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; অধিদপ্তরের অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন, সার্ভে সনদ ও নাবিক সনদ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মিশন/ভিশন। উক্ত মিশন/ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

এছাড়াও নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে নিম্নোল্লেখিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

১. একটি অনলাইন সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধন সিস্টেম প্রবর্তন;

২. Inland Shipping Act 1976 & Merchant Shipping Act 1983 ড্রাফট তৈরী করা এবং অনুমোদন;

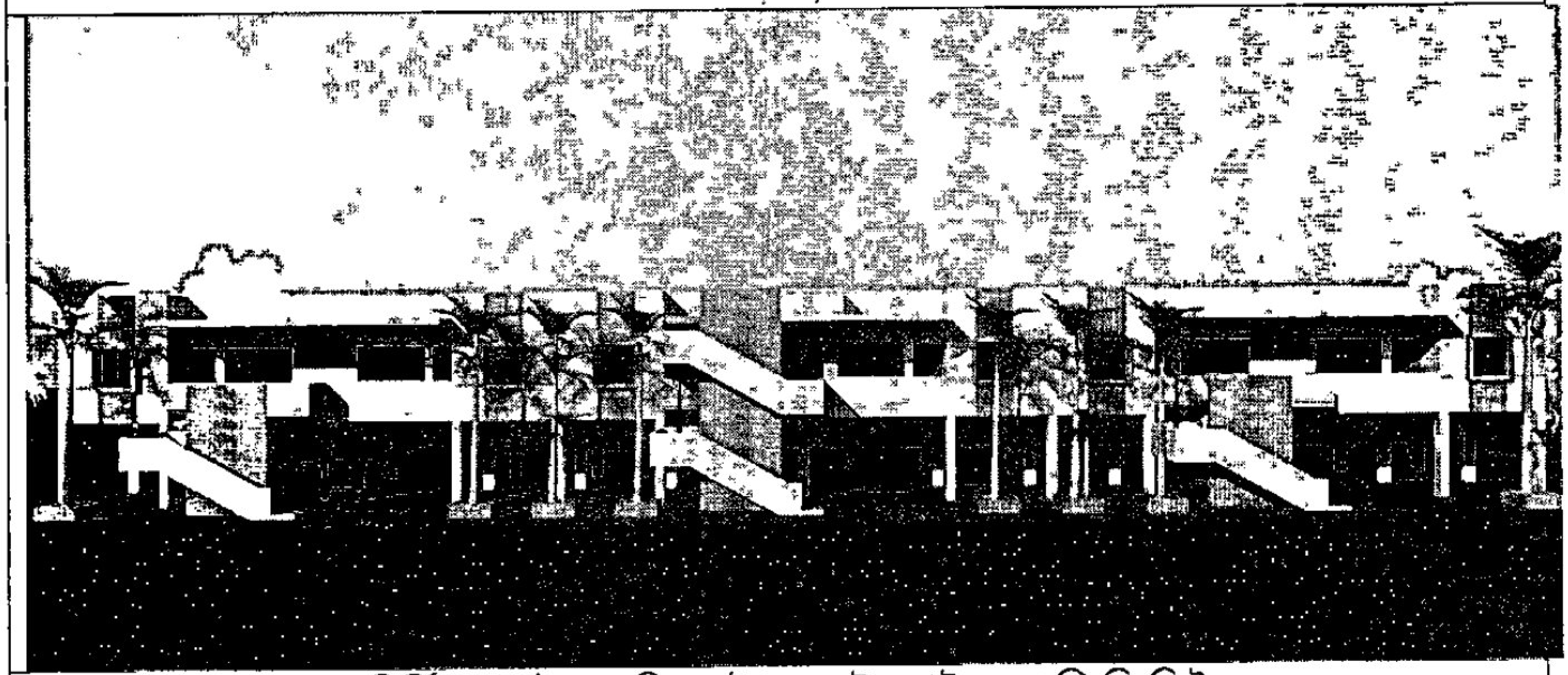

নির্মিত কোস্টাল রেডিও স্টেশনের স্টাফহাউজ এর থ্রি-ডি ভিউ

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত): (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়
০১।	২০১৯-২০২০	২৩,৩৯,৮০	১৫,৬৫,৭৫	৪১,৮১,৪১	৩৮,১১,৭৪
০২।	২০২০-২০২১	২১,১১,৯৯	১৫,০১,৩৫	৪১,৩৩,২৭	৩৯,৬২,৪১
০৩।	২০২১-২০২২	২৫,৯৫,৮৭	১৯,৬০,৪৭	৪৭,৭৫,৪৩	৪৯,৯৪,১৩
০৪।	২০২২-২০২৩	২৩,৪৭,৩৬	১৮,৮৩,৪৬	৪২,৩৬,০০	৬৫,৮২,৭৪
০৫।	২০২৩-২০২৪	৩১,৯৪,২১	২১,৫২,৩৯	৪৫,৮৪,৩৬	৬৪,৪৮,৯৪

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম প্রকল্পঃ "মাস্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষিত জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে"। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম দেশের সকল বিভাগে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৩ সাল হতে ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলায় ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর চালু করা হয়েছে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের উপরোক্ত উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রামে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট চালু করার কার্যক্রম নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হলে কুড়িগ্রামে ১টি পৃথক ন্যাশনাল মেরটাইম ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

"নৌযানের ডাটাবেস তৈরী ও নৌযান ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ বাংলাদেশের নৌ-নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরীর মাধ্যমে আইনী কাঠামোর অধীনে ডিজাইন অনুমোদন, নির্মাণ তত্ত্বাবধান, জাহাজের জরিপ এবং পরিদর্শন/তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য একটি ব্যাপক, কার্যকর এবং টেকসই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; অধিদপ্তরের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে সনদ ও নাবিক সনদ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মিশন/ভিশন। উক্ত মিশন/ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

এছাড়াও নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে নিম্নোল্লেখিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

১. একটি অনলাইন সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধন সিস্টেম প্রবর্তন;

২. Inland Shipping Act 1976 & Merchant Shipping Act 1983 ড্রাফট তৈরী করা এবং অনুমোদন;

৩. দেশব্যাপী নতুন জরিপ ও পরিদর্শন অফিস স্থাপন;
৪. জাতীয় নৌবহরে জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধি;
৫. নৌ আইন ও প্রবিধানসমূহ যুগোপযোগীকরণ;
৬. বাংলাদেশী নাবিকদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
৭. দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
৮. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
৯. অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন;
১০. জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্প্রসারণ;
১১. অধিদপ্তরের অন্যান্য সার্ভিসসমূহ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য (২০২৩-২০২৪ জুন পর্যন্ত):

১. নাবিকদের সার্টিফিকেট অব কম্পিট্যান্সি (সিওসি), সার্টিফিকেট অব প্রোফিসিয়েন্সি (সিওপি), কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (সিডিসি) ও অভ্যন্তরীণ যোগ্যতার সনদসহ বিভিন্ন সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের সিওসি এবং সিওপির মতো সনদের আবেদন এখন অনলাইনেই গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই সাথে সনদ প্রণয়ন ও সনদ প্রস্তুতের তথ্য মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নাবিকদের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের আবেদন, সেইফ ম্যানিং সনদ, শিপ সার্ভেয়ার সনদ ও অন্যান্য বিষয়ে এনওসির জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২. নাবিকদের চাকুরী রেকর্ড সংরক্ষণ বই (সিডিসি) জালিয়াত রোধকল্পে বিশেষ নিরাপত্তা (Ultra Violet, Micro Security Line, Anti Photocopy, Quick Response Code) বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাগজে এবং সময়ের চাহিদানুযায়ী হাতে লেখার পরিবর্তে মেশিন প্রিন্টেড সিডিসি প্রবর্তন করা হয়েছে।
৩. দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে মেরিটাইম প্রশিক্ষণের জন্য ৪টি মেরিন একাডেমী ও ১টি নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং এগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ন, প্রশিক্ষণ মনিটরিংয়ের জন্য অনলাইন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন;
৪. আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা International Maritime Organization (IMO) এর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের প্রণীত নৌচলাচল সংক্রান্ত আইন সমূহ প্রণয়নে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ । IMO তে Catagory C সদস্য হিসেবে ২০২৩ সালে নির্বাচনে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে।;
৫. বাংলাদেশের নাবিকদের বিদেশী জাহাজে চাকুরী নিশ্চিত করার জন্য আইএমও কনভেনশনের আলোকে বিভিন্ন দেশের সাথে ২৯টি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩টি MOU স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ;
৬. নৌযান সার্ভে, রেজিস্টেশন পদ্ধতিসহ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনে প্রদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে;
৭. মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ যুগোপযোগী করে খসড়া Merchant Shipping Act 2024 তৈরী করা হয়েছে।
৮. নাবিকদের সিডিসি'র ডাটা বেইজ তৈরী করত: অন-লাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
৯. সকল ধরণের সনদের ডাটাবেইস তৈরী করা হয়েছে, যা হতে পৃথিবীর যে কোন অবস্থান হতে এই সকল সনদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে;
১০. সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরণের আবেদন অন-লাইনে গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। নাবিকদের জাহাজে যোগদান sign on ও জাহাজ হতে প্রত্যাবর্তন sign off ঢাকা থেকে কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পাদন হচ্ছে।
১১. Hongkong Ship ecycling Convention 2023-এ বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে;
১২. মেরিটাইম লেবার কনভেনশন-২০০৬ (MLC-2006) এবং সীফেয়ারারর্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট

(এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত, ২০০৩) অনুসমর্থন করা হয়েছে;

১৩. মেরিটাইম সনদের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য Member State Audit Scheme (IMSAS) অডিট সম্পাদন হয়েছে এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন। Independent Evaluation Team Report অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষন ও সনদায়ন পদ্ধতি সংশোধন সম্পর্কে রিপোর্ট আইএমও-তে প্রেরন।

১৪. বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী পণ্য পরিবহন সহজ ও পরিবহন সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য এ দু'দেশের মধ্যে কোষ্টাল শিপিং চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

১৫. Inland Shipping Ordinance (ISO) কে যুগোপযোগী করে Inland Shipping Act 2024 এর খসড়া তৈরী করা হয়েছে।

১৬. অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে ISO 9001: 2013 এর আওতায় আনা হয়েছে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১. কারিগরী ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা;

২. পর্যাপ্ত ফিল্ড অফিস ও জনবলের শূন্যতা;

৩. পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকা;

৪. সরকারি কাজের জন্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা না থাকা;

৫. Industry 4.0 : Automation, Digitalization, Big data , AI, এর উপর অধিদপ্তরে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সম্ভাবনা (Prospects):

১. বাংলাদেশী জাহাজ পরিচালনা এবং বাংলাদেশী নাবিকদের কর্মসংস্থানের এই সুযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করে এর কর্মকান্ড আরও সম্প্রসারিত করা দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী। দেশের নৌ-চলাচল নিরাপদ, সুশৃংখল, নিয়ন্ত্রিত এবং জনগণের আকাংখার সাথে সংগতিপূর্ণ করার নিমিত্ত নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করা হলে নদীমার্তৃক ও সমুদ্র উপকুলবর্তী বাংলাদেশের অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত নৌ সেক্টরের নৌ-নিরাপত্তাসহ নৌ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

২. একটি উন্নত ও টেকসই ব্লু-ইকনমির ভিত্তি তৈরীর কৌশল হিসেবে দেশে এবং বিদেশের চাকুরীর বাজারে প্রেরণের নিমিত্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মেরিটাইম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাবিকরা দেশি বিদেশি-জাহাজে সুনামের সাথে কাজ করবে এবং দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে। এতে করে একদিকে যেমন দেশের বেকারত্বের হার কমবে, অপরদিকে এসকল নাবিকেরা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সাথে নিজের এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৩. "নৌযানের ডাটাবেস তৈরী ও নৌযান ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে ইঞ্জিনচালিত বোটসহ সারা দেশের নৌযান জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং কোয়ালিটি সার্ভে নিশ্চিত করা, জাহাজ/ইঞ্জিন চালিত নৌযানের পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, নৌ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, সকল জাহাজ/বোটের নাবিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নৌযান সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ ও সচেনতার মাধ্যমে নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধি, দেশের প্রায় সকল নৌযানসমূহকে রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় এনে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, অধিদপ্তরের অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন, সার্ভে সনদ ও নাবিক সনদ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ এবং সর্বোপরি সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। ফলে সমগ্র দেশ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।

৪. আমাদের শিপ রিসাইক্লিং ও শিপবিল্ডিং সেক্টর পৃথিবীতে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। প্রাইভেট সেক্টরে শিপ রিসাইক্লিং এর বিষয়ে আমরা হংকং কনভেনশন অনুসমর্থন করেছি। আগামী দিনে এর সম্ভাবনা আরও অনেক উজ্জ্বল। শিপ রিসাইক্লিং এর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বাংলাদেশ প্রথম দিকে আছে। সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালনের নির্দেশনানুযায়ী নৌপরিবহন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহঃ

ক্র.	গৃহীত/ গৃহীতব্য উদ্যোগের নাম	উদ্যোগটির মাধ্যমে যে চ্যালেঞ্জ/সমস্যার সমাধান হবে	উদ্যোগটির উদ্দেশ্য/প্রত্যাশিত ফলাফল	প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস
১	Web based software for inland crew certification management system.	অভ্যন্তরীণ নাবিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	১) অভ্যন্তরীণ নাবিকদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ। ২) বিভিন্ন প্রকার সনদের সঠিকতা যাচাই।	সফটওয়্যার ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ
২	Personal management Information system.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি ডিজিটালাইজ হবে।	১) দাপ্তরিক কাজ ২) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।	সফটওয়্যার ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩	Chip based e-SID Card Introduce.	Fake Identity Document (ID) সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।	১) ICAO এর সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী e-SID প্রস্তুত হবে। ২) নাবিকগণ নির্বিঘ্নে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলাচল করতে পারবে।	সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ
৪	Fourth Industrial Revolution (4IR) বেইজড সাইবার সিকিউরিটি সিলেবাস প্রণয়ন	১) একাডেমীগুলোতে সাইবার সিকিউরিটির উপর কোর্স	সাইবার নিরাপত্তা/ সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	সাইবার সিকিউরিটি সিলেবাস প্রস্তুতি ও কোর্স চালুকরন
৫	Server Migration Virtual Private Server (VPS) to Cloud Server.	Virtual Private Server থেকে সরকারী Cloud Server স্থানান্তর	১) ডাটা ব্যাক-আপ সহজীকরন ২) সার্ভারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ৩) Cloud সার্ভারের অন্যান্য সুবিধাসমূহ গ্রহন।	Cloud Server ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ

(কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম)
(ই), বিএসপি, এনইউপি, বিসিজিএম,
বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক
ফোন: ৯৫১৩৩০৫
ফ্যাক্স: ৯৫৮৭৩০১
ইমেইল: info@dos.gov.bd